কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত

প্রথম সংস্করণ। ৩ মার্চ, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ভূমিকা

সহীহ মুসলিম, ১৮৮৫ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে নিম্নলিখিত ছোট বইটিতে পবিত্র কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, ২৫৫ নম্বর আয়াত:

"আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না, ঘুমও তাকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পরে থাকবে, এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া বেষ্টন করে না। তাঁর পদতলে আসমান ও যমীন বিস্তৃত, এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ, মহান।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২৫৫

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ
مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ
مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ
ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥

"আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না, ঘুমও তাকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পরে থাকবে, এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া বেষ্টন করে না। তাঁর পদতলে আসমান ও যমীন বিস্তৃত, এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ, মহান।"

ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই...*"

বাস্তবে, কেউ যার আনুগত্য করে এবং তার জীবনকে মডেল করে, সে তারই উপাসনা করে, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে কোনও দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে তাকে অবশ্যই কিছু না কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। তা সে অন্য মানুষ হোক, সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ফ্যাশন হোক, সংস্কৃতি হোক বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা হোক। ২৫তম অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

একজন ব্যক্তি যা-ই হোক বা যা-ই হোক, তারই উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কাজে সমর্থন করতে হবে, অন্য সকল পরিস্থিতির উপর আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৩:

"আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে অন্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে উভয় জগতের শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এমনকি যদি তারা সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব থেকে বাঁচতে পারে না। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ ..."*

যখন কেউ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অসংখ্য নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী এবং টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একমাত্র একজনই পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব একটি স্পষ্ট লক্ষণ, কারণ সূর্য যদি পৃথিবী থেকে সামান্য কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা একটি সুষম এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে জীবনকে বিকাশের সুযোগ দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."

দিন ও রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদি দিনগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষ দীর্ঘ ঘন্টার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাতগুলি দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকত না। যদি রাতগুলি ছোট হত, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারত না। দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ফসলের উপরও প্রভাব ফেলত, যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবিকার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলত। মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও স্পষ্টভাবে আল্লাহর একত্বকে নির্দেশ করে, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস কামনা করবেন, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... এবং [বড়] জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."

যখন কেউ পুরোপুরি সুষম জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টার ইঙ্গিত দেয়। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ের উপর নেমে আসে অম্লীয় বৃষ্টিপাতের জন্য। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিপাতকে নিষ্ক্রিয় করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই নিখুঁত সুষম ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মৃত প্রাণীদের এটি দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সমুদ্র এবং সমুদ্রের মধ্যে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন এর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে চলাচল করতে পারে। যদি জলের গঠন কিছুটা ভিন্ন হত, তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করত অথবা জাহাজগুলিকে এর উপরে চলাচল করতে দিত, তবে উভয়ই একই সাথে সম্ভব হত না। এমনকি আজও, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সাধারণ উপায়। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য এই নিখুঁত ভারসাম্য অপরিহার্য।

বিবর্তন হলো এক ধরণের মিউটেশন, যা স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অসংখ্য প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানেই তারা বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটকে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার এবং জল পান না করে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ১৭:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটিকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তার শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থগুলি তার উৎপাদিত দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির মিশ্রণ দুধকে পান করার অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬৬:

"আর অবশ্যই, তোমাদের জন্য পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা থেকে - মলমূত্র ও রক্তের মধ্যে - বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিকে পরাজিত করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছিদের জীবনকাল খুবই কম, ৩-৪ সপ্তাহ, এবং তারা ৫০০টি ডিম পাড়ে। যদি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হত, তাহলে মাছিদের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেত এবং তারা এই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে ছাপিয়ে যেত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। এই সবকিছুই দুর্ঘটনা হতে পারে না এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াও এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৪:

"... *এবং [তাঁর] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের পরিচালনা...*"

বায়ু পরাগায়নের জন্য বাতাস অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। প্রাচীনকালে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বাতাস অপরিহার্য ছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য বৃষ্টির মেঘগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বাতাসের একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টিপাত খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টিপাত ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 23 আল মু'মিনুন, আয়াত 18:

"আর আমরা আকাশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং অবশ্যই, আমরা তা প্রত্যাহার করতে সক্ষম।"

এই নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে স্রষ্টার হাত দেখায়। যিনি এই সমস্ত নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করেন তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একক স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ..."*

বাস্তবে, যে ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করতে পারে এবং অন্য কিছু বা কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সে উপাস্য হতে পারে না। এই বাস্তবতাই কেবল আসমান ও জমিনের মধ্যে সকল সত্তার জন্য দেবত্বকে বাতিল করে দেয়, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। উপরন্তু, যেহেতু একমাত্র আল্লাহ, যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন, তাই তিনিই আনুগত্যের যোগ্য। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির রিযিকের কিছু দিক, যেমন তাদের বাসস্থান, যত্ন নেয়, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য। অতএব, যেহেতু আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন, তাই কেবল ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত যে মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা বা প্রতিদান আশা করে না বা আশা করে না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। আর কারো কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে উভয় জাহানে আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে মানসিক শান্তি লাভ হয়। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব ..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক হয়, তখন তার জন্য সেই বস্তুটি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা সঠিক এবং স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষ সহ, মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মালিক এবং বজায় রেখেছেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটবে এবং কী ঘটবে না। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য কেবল মহান আল্লাহ, তাঁর আনুগত্য করা ন্যায়সঙ্গত, কারণ তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, যার মধ্যে তারাও রয়েছে।

একইভাবে, যখন কেউ অন্য কাউকে তার মালিকানাধীন জিনিস ধার দেয়, তখন তার মালিকের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসটি ব্যবহার করাই ন্যায্য। মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতিটি নিয়ামতকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। তিনি তাকে উপহার হিসেবে দেননি। পার্থিব ঋণের মতো, এই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা। অন্যদিকে, যেহেতু জান্নাতের নিয়ামত একটি উপহার, তাই মানুষ সেগুলো তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন থাকবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪৩:

"...এবং তাদেরকে বলা হবে, "এটি সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ তোমাদের কর্মের জন্য।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত জান্নাতের উপহারের সাথে ধার করা পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, এই সত্যটি তাদের নিজেদের নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। যেহেতু এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের সময় সীমিত, তাই তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য হল ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। সূরা আল-মুলক, আয়াত ২:

" *যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম...*"

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে তাদের জীবনকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, সে লক্ষ্যহীন এবং অর্থহীন জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্য অর্জন করতেও সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না, এমনকি যদি তাদের কাছে আনন্দের মুহূর্ত থাকে। ঠিক

যেমন একটি আবিষ্কার যা তার সৃষ্টির মূল কাজটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তার কিছু ভালো গুণ থাকে, তবে তাকে ব্যর্থতা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি সে কিছু পার্থিব সাফল্যও অর্জন করে। এই ব্যর্থতা একটি শূন্যতা হিসাবে অনুভব করা হয় যা সকল মানুষ তাদের জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে অনুভব করে এবং ফলস্বরূপ এটি তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ...*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেহেতু মহান আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন, তাই তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ভালো পার্থিব ও ধর্মীয় জিনিস চাওয়া উচিত। এটি কেবল তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। উপরন্তু, যেহেতু মানুষ অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং খুব কম জ্ঞানের অধিকারী, তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাধারণ পার্থিব জিনিস চাওয়া উচিত, কারণ তারা জানে না কোনটি তাদের জন্য ভালো হবে কি হবে না। মানুষের জীবনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে তারা এমন কিছু চেয়েছিল যা কেবল তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এবং যখন তারা কিছু অপছন্দ করেছিল কেবল এই কারণে যে এটি তাদের জন্য ভালোর উৎস হয়ে উঠবে। অতএব, মহান আল্লাহর কাছ থেকে নির্দিষ্ট জিনিস চাওয়ার পরিবর্তে সাধারণ ভালো জিনিস চাওয়া উচিত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০০-২০১:

"আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন", আর আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে তার সৃষ্ট সম্ভাবনা অনুসারে মহান আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণ ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর কাজ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ এমন অলস মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে যেখানে সে তার চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণের জন্য প্রদত্ত সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহার করার পরিবর্তে মানুষের উপর নির্ভর করে। কেবল যখন তার সম্পদ শেষ হয়ে যায় তখনই তার অন্যদের সাহায্য চাওয়া উচিত।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

" *আল্লাহ - তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না..."*

এই আয়াতটি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা নির্দেশ করে যা প্রায়শই মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি হয়। অমুসলিমরা যারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত, তারা প্রায়শই মানবিক ত্রুটিগুলিকে তাঁর উপর আরোপ করত, যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়া। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহকে একজন পার্থিব রাজা

হিসেবে বিবেচনা করত। একজন পার্থিব রাজা তার রাজ্যের বিষয়গুলি একা পরিচালনা করতে পারে না এবং তাই তার রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য সাহায্যকারী, যেমন গভর্নর নিয়োগ করে। এই বিশ্বাসের ফলে, এই লোকদের অনেকেই মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্যান্য জিনিসের পূজা শুরু করে, যেমন মূর্তি। সূরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৩:

"...আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে [বলে], "আমরা কেবল তাদের ইবাদত করি এজন্য যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"..."

এই একই ধারণা কিছু মুসলিমও গ্রহণ করেছেন। এই মুসলিমরা সময়, শক্তি এবং সম্পদ উৎসর্গ করে এমন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে এক বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার সাথে এক বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত। তাদের লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিকে খুশি করা যাতে তারা তাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে, ঠিক যেমন একজন গভর্নর রাজার কাছে রাজ্যপালকে খুশি করার জন্য সুপারিশ করতে পারেন, উপহার এবং অপ্রাকৃতিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা সাধারণ জনগণ এবং আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, এর মধ্যে দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করে, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। নবীগণ, তাদের উপর বর্ষিত হোক, দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করেননি। বরং তারা সেই পথ এবং পদ্ধতি দেখিয়েছেন যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের কাছ থেকে কখনও কোনও ধরণের পারিশ্রমিক চাননি, যেমন উপহার। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত একজন যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা, কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা এমন লোকদের উপাসনা করবে যারা আধ্যাত্মিক দেখায় যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আলোচ্য মূল আয়াতটি এটিকে আরও সমর্থন করে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

"...আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে আছে এবং যা কিছু তাদের পরে থাকবে, এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া বেষ্টন করে না..."

একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই মহাবিশ্বের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তিনি এর মধ্যে যা কিছু ঘটে তা জানেন। অতএব, তাঁর নিজের এবং মানুষের মধ্যে দ্বাররক্ষীর প্রয়োজন নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১৮৬:

"আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলো, আমি কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই..."

এবং অধ্যায় ৪০ গাফির, আয়াত ৬০:

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"..."

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

"... *তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?...*"

তাছাড়া, যদিও বিচার দিবসে সুপারিশ সংঘটিত হবে, আল্লাহ তাআলার অনুমতির পরও, একজন ব্যক্তির উচিত এর ধারণাকে উপহাস করা নয়, অন্যথায় তাকে তা অস্বীকার করা হতে পারে। সুপারিশকে উপহাস করার অর্থ হল অলস মনোভাব গ্রহণ করা যেখানে একজন ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় এবং এখনও আশা করে যে অন্য কেউ তাকে বিচার দিবসে রক্ষা করবে, যেমন আত্মীয় বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। সুপারিশ গৃহীত হলেও, তাদের অলস মনোভাবের কারণে এটি তাদের জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বিরত রাখতে পারে না, এমনকি যদি তাদের শাস্তি হ্রাস করা হয়। এবং এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে জাহান্নামের এক মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। অতএব, সুপারিশের ধারণায় প্রকৃত আশা থাকা উচিত। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা এবং তারপর বিচার দিবসে মানুষের কাছ থেকে সুপারিশের আশা করা অন্তর্ভুক্ত। একজন ব্যক্তি যে মনোভাবই গ্রহণ করতে চান না কেন, আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং তাই উভয় জগতেই তাদের জবাবদিহি করবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

"...তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পরে আছে, এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই ঘিরে রাখে না, কেবল তিনি যা চান তা ছাড়া..."

যেহেতু সকল জ্ঞান আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, তাই সঠিক উপায়ে তা ব্যবহার করা অপরিহার্য। জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার তাদের এবং উভয় জগতেই অন্যদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি জ্ঞানের, বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞানের, পার্থিব লাভের জন্য, যেমন নেতৃত্ব এবং সম্পদের জন্য অপব্যবহার করে, সে উভয় জগতেই এই বিষয়গুলি তার জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে জাহান্নামে যাবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

"...তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পরে আছে, এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই ঘিরে রাখে না, কেবল তিনি যা চান তা ছাড়া..."

অধিকন্তু, এটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সহ সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভুল থেকে মুক্ত, তাই তিনিই একমাত্র মানবজাতিকে এমন নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। তিনিই একমাত্র মানবজাতিকে শেখাতে পারেন কিভাবে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে হয় যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। মানুষের অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে, তারা কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি তার জ্ঞান অনুসারে মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে,

তেমনি একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী উপদেশ এবং জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। কারণ নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা মনের এবং শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য একটি সামান্য মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, জীবন তার জন্য একটি অন্ধকার কারাগার হয়ে ওঠে যে মানসিক শান্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। ধনী ও বিখ্যাতদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২৫৫ নং আয়াতে সর্ববিষয়ের উপর মহান আল্লাহর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় সূরা আল বাকারা, ২৫৫ নং আয়াত:

"... তাঁর পদতলে আসমান ও জমিন বিস্তৃত, এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। এবং তিনি সর্বোচ্চ, মহান।"

পাদপীঠ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই। যা বলা হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী শক্তি এবং জ্ঞানের প্রশংসা করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন বিষয় অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। ধর্মীয় জ্ঞানের একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক কিনা তা বিচার করার একটি ভাল উপায় হল বিচারের দিনে আল্লাহ তাদের কাছে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তা মূল্যায়ন করা। যদি তাদের ইসলামের কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা না হয়, যেমন ইসলামী ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনা, তাহলে সেই বিষয়টি

অপ্রাসঙ্গিক এবং এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি বিচারের দিনে কোনও বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেমন প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা, তাহলে এই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা, শেখা এবং যথাসাধ্য কাজ করা উচিত।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

"...তাঁর পদতলে আসমান ও জমিন বিস্তৃত, এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। এবং তিনি সর্বোচ্চ, মহান।"

এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ মহাবিশ্বের মধ্যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অবগত নন অথবা তিনি মানুষকে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার অবস্থানে নেই। এটি তখনই ঘটতে পারে যখন কারও কর্মের পরিণতি, যেমন শাস্তি, তাৎক্ষণিকভাবে বা এমনভাবে ঘটে না যা তাদের কাছে স্পষ্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সমস্ত মানুষ তাদের কর্মের পরিণতি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে যার ফলে তারা আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার উৎস হয়ে ওঠে। যারা এইভাবে আচরণ করে এবং কীভাবে তারা এই পৃথিবীর বিলাসিতা সত্ত্বেও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে, তা দেখলে এটি স্পষ্ট হয়। অধিকন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ মানুষকে অবকাশ দেন যাতে তারা তাদের আচরণ উন্নত করতে পারে। অতএব, একজন ব্যক্তির শাস্তি বিলম্বকে শাস্তি ছাড়াই বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 45:

"এবং আমি তাদের সময় দেব। প্রকৃতপক্ষে, আমার পরিকল্পনা দৃঢ়।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত সময় শেষ হওয়ার আগেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং আচরণ সংশোধন করার জন্য প্রদত্ত অবকাশকে কাজে লাগানো। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি যে কোনও অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৫:

"...এবং তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করুক বা না করুক, তার অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব নেই। ব্যক্তির আচরণের প্রভাব কেবল উভয় জগতেই তাদের উপর প্রভাব ফেলবে। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৭:

"যদি তোমরা ভালো করো, তাহলে নিজেদের জন্যই ভালো করো; আর যদি মন্দ করো, তাহলে তাদের [অর্থাৎ নিজেদের] জন্যই ভালো করো..."

প্রতিটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে, তাই, তাদের নিজেদের স্বার্থে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা বেছে নিতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করেও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই রোগী যেমন ভালো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করবে, তেমনি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে সেও ভালো হবে। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, যা পরবর্তীতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

কিন্তু যদি কেউ এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে, তাহলে তাতে মহান আল্লাহর মহত্ত্বের কোন পার্থক্য নেই, কারণ তারা উভয় জগতেই এর পরিণতি ভোগ করবে, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় ৯, আত তাওবাহ, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

উপরন্তু, আলোচ্য মূল আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে মনের শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম অধ্যায় আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

পরিশেষে, আলোচ্য মূল আয়াতটি অজ্ঞ মানুষের মনে প্রায়শই যে ভুল ধারণা জাগে তা দূর করে, অর্থাৎ, এই মিথ্যা ধারণা যে, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র নবীদের প্রেরণ করেছিলেন, যাতে সকল বৈচিত্র্য এবং মতবিরোধ অনির্দিষ্টকালের জন্য শেষ হয়ে যায়। যারা এই বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন তারা পবিত্র নবীদের প্রেরণের পরেও মানুষের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এবং মতবিরোধ লক্ষ্য করেছিলেন এবং সত্যের পাশাপাশি মিথ্যার অস্তিত্ব ছিল। এর ফলে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে এই পরিস্থিতি আল্লাহর অসহায়ত্বের ইঙ্গিত দিতে পারে, অর্থাৎ তিনি যে মন্দ কাজগুলি করতে চেয়েছিলেন তা তিনি নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর উত্তর পূর্ববর্তী একটি আয়াতে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ, সমস্ত মানুষকে একই পথে চলতে বাধ্য করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। যদি এমন হতো, তাহলে মানুষ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারত না। পরবর্তী আয়াতে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৩:

"...আর আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং পবিত্র আত্মা [অর্থাৎ জিব্রাইল] দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলি তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর একে অপরের সাথে লড়াই করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করেছিল, তাদের কেউ কেউ ঈমান এনেছিল এবং কেউ কেউ কুফরী করেছিল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা একে অপরের সাথে লড়াই করত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"

এবং সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৬:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে..."

এরপর এই বিষয়টি তুলে ধরা হয় যে, জীবনে যতই ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা এবং আচরণ থাকুক না কেন, মহাবিশ্বের শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত বাস্তবতা আলোচিত মূল আয়াতে বর্ণিত এবং মানুষের ভুল ধারণার দ্বারা এটি প্রভাবিত হয় না।

পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর আওতাধীন এবং তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন, একজন ব্যক্তির তাঁর নিয়ম মেনে চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের দায়িত্বে নিযুক্ত

সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তেমনি মহাবিশ্বের মালিকের নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে উভয় জগতেই তাদের সমস্যা হবে। একজন ব্যক্তি যদি একটি দেশ ছেড়ে যেতে পারে তবে তার দেশ ছেড়ে যেতে পারে তবে সে এমন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে না যেখানে আল্লাহর নিয়ম ও এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। একজন ব্যক্তি তার সমাজের নিয়ম পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু সে কখনই আল্লাহর নিয়ম পরিবর্তন করতে পারবে না। উপরন্তু, ঠিক যেমন একজন বাড়ির মালিক ঘরের নিয়ম নির্ধারণ করে, এমনকি অন্যরা এই নিয়মগুলিতে আপত্তি জানালেও, একইভাবে, মহাবিশ্ব মহান আল্লাহর, এবং তাই, তিনিই একমাত্র এই মহাবিশ্বের নিয়ম নির্ধারণ করেন, মানুষ এই নিয়ম পছন্দ করুক বা না করুক। অতএব, এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, নিজের স্বার্থে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পিছনের হিকমতগুলি শেখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে সে বুঝতে পারে যে কীভাবে সেগুলি তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য উপকারী এবং কীভাবে তারা উভয় জগতে মানসিক ও শারীরিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, অথবা সে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপাসনা করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তার উচিত উভয় জগতেই তার পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং কোনও আপত্তি, প্রতিবাদ বা অভিযোগ তাদের রক্ষা করতে পারবে না কারণ কিছুই মহান আল্লাহকে পরাভূত করতে পারে না। সূরা ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" নিশ্চয়ই, আমরা জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে ঘিরে থাকবে। আর যদি তারা সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে তাদের সাহায্যের জন্য ঘোলা তেলের মতো পানি ব্যবহার করা হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে। পানীয় কত নিকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল কত নিকৃষ্ট।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod